بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের ঘটনা

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৯ আগস্ট, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আজ আমি আরো কিছু ঘটনা বর্ণনা করব।

মহানবী (সা.) মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আত্তাব বিন উসায়েদ (রা.)-কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনিই ছিলেন মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত মক্কার প্রথম আমীর। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। এছাড়া হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-র প্রতি মক্কাবাসীর ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত আত্তাব (রা.) এবং তার পিতা মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোরশত্রু ছিলেন। ইসলামের শত্রুতায় তিনি এতটাই চরমে ছিলেন যে, মক্কাবিজয়ের দিন হযরত বেলাল (রা.)-এর আযান শুনে হযরত আত্তাব (রা.) বলেছিলেন, ভাগ্যিস আমার পিতা এ আযান শ্রবণের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। যা'হোক মক্কাবিজয়ের দিন হযরত আত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁকে মক্কার গর্ভনর নিযুক্ত করে বলেছিলেন, হে আত্তাব! আমি তোমাকে আহলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিবারের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছি। তাদের সাথে নম্র আচরণ করো। হযরত আত্তাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালেও তিনি (রা.) মক্কার গর্ভনর ছিলেন।

মহানবী (সা.) শওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার যাত্রা শুরু করে ১০ তারিখে হুনায়েন প্রান্তরে পৌঁছেছিলেন। মহানবী (সা.)- এর সহযাত্রী হিসেবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন। মুসলমানদের সংখ্যা যদিও কাফিরদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল, কিন্তু পূর্বের যে কোনো যুদ্ধাভিযানের চেয়ে এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক ছিল। যুদ্ধবিশারদরা লিখেছেন, মহানবী (সা.) ১২ হাজার সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তন্মধ্যে ১০ হাজার মদীনা থেকে মক্কাবিজয় অভিযানে এসেছিলেন এবং

অবশিষ্ট ২ হাজার ছিল মক্কাবাসী।

হযরত সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, হুনায়েনের যাত্রাপথে আমি মহানবী (সা.)-এর সফর সঙ্গি ছিলাম। তাঁর দীর্ঘ যাত্রাকালে মাগরিবের নামাযের সময় হলে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়েছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যাত্রাপথে আমি আপনাদের সামনেই ছিলাম। আর তখনই আমি লক্ষ্য করেছি যে, বনু হাওয়াযিন গোত্র নিজেদের পরিবারের সদস্যদের এবং গবাদিপশু নিয়ে একত্রিত হয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) মুচকি হেসে বলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্‌ এগুলো মালে গণিমত হিসেবে আমাদের হস্তগত হবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? হযরত আনাস বিন আবী মুরসাল (রা.) নিজেকে উপস্থাপন করলে তিনি (সা.) বলেন, অমুক উপত্যকায় যাও এবং সতর্ক থেকো যেন আমরা প্রতারিত না হই। মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ার পর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আনন্দিত হও! তোমাদের অশ্বারোহী বাহিনী চলে এসেছে আর আনাস বিন আবী মুরসাল (রা.)-কে বলেন, তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

মালিক বিন অওফ হুনায়েন উপত্যকায় তিনজন গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিল যেন তারা মুসলমানদের সংবাদ নিয়ে যেতে পারে। তারা মুসলমানদের পর্যবেক্ষণ করে ফেরত গিয়ে বলে, আমরা ঘোড়ায় আরোহিত সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের দেখেছি। যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে কিছুই করতে পারব না। আমরা পৃথিবীবাসীদের কাছে যুদ্ধে পেরে উঠি না, ঊর্দ্ধলোকের অধিবাসীদের সাথে কীভাবে লড়াই করব? কাজেই তোমরা ফেরত চলে যাও। একথা শুনে মালিক বিন অওফ তাদেরকে গালমন্দ করে এবং আরেকজন সাহসি ব্যক্তিকে পুনরায় প্রেরণ করে। সেও দ্রুত ফেরত আসে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যে, আমাদের জন্য এখান থেকে পিছু হটাই শ্রেয় হবে। তবে মালিক বিন অওফ তাদের কথা মানে নি।

হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের ওপর হামলা করি। এমন সময় এক ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে এস বসে আলাপচারিতা করতে থাকে। অতঃপর অকস্মাৎ সে দ্রুততার সাথে উটে চড়ে পালাতে থাকে। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, সে গুপ্তচর, তাকে হত্যা করো। অতএব, তাকে ধরে হত্যা করা হয়।

হুনায়েন উপত্যকায় অনেকগুলো ঘাঁটি ছিল। মালিক বিন অওফ সেসব ঘাঁটিতে সেনা সদস্যদের ঘাপটি মেরে বসিয়ে রেখেছিল যেন তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। কাফিরদের সারিবিন্যাসে প্রথমে অশ্বারোহীরা, তাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী, এরপর উটে আরোহিত তাদের স্ত্রী সন্তানরা, এরপর গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ ছিল। এর বিপরীতে মহানবী (সা.) বনু সুলায়েমের এক হাজার অশ্বারোহী সামনে রাখেন এবং এর নেতৃত্বভার প্রদান করেন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর ওপর। মহানবী (সা.) মুসলমান সৈন্যবাহিনীর মধ্যবর্তীতে ছিলেন। অতঃপর মুহাজির ও আনসারের মাঝে পতাকা বণ্টন করেন। মুহাজিরদের একটি পতাকার দায়িত্বভার হযরত আলী (রা.) এর হাতে, আরেকটি পতাকা হযরত সা'দ বিন আবি ওকাস (রা.)-এর হাতে এবং অপর পতাকাটি হযরত উমর (রা.)-এর হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। বনু খাযরাজ গোত্রের পতাকা হযরত হাব্বাব বিন মুনযির (রা.) এবং আওস গোত্রের পতাকা উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-এর হাতে দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানরা প্রাথমিকভাবে জয় লাভ করে। এরপর তারা মালে গণিমত সংগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই কাফিরদের আকস্মিক আক্রমণের ফলে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের ওপর সাময়িক পরাজয়

নেমে আসে। পরক্ষণে তারা মহা বিজয় লাভ করে। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত বারা ইবনে আযিব বর্ণনা করেন, আমরা হাওয়াযিন গোত্রের ওপর আক্রমণ করলে তারা পরাজিত হয়ে পিছুপা হটে আর আমরা মালে গনিমত জমা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠি। এই দেখে কাফিরদের দক্ষ তিরন্দাজরা হঠাৎ করেই আমাদের ওপর বর্ষার মতো তির নিক্ষেপ করতে থাকে যার ফলে যে সকল যুবকদের কাছে আত্মরক্ষার কোন সরঞ্জাম ছিল না তারা পলায়ন করে, কিন্তু মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ও অবিচল থাকেন। তিনি (সা.) একটি সাদা খচ্চরে পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, তাঁর মতো সাহস ও বীরত্বের উদাহরণ আর মেলে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বড় বড় বাহাদুরদেরও পা কেঁপে ওঠে, তখন তিনি পাথরের ন্যায় অবিচল ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হুনায়েনের দিনে তীর খেয়ে ফিরে আসার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বাহিনী পিছু হটেছিল, কারণ শত্রুদের তীরের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করেছিল, এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) মাত্র কয়েকজন সাহাবাকে নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) শত্রুর তীব্র আক্রমণ দেখে তাঁকে আটকাতে চেয়েছিলেন এবং এগিয়ে এসে তার ঘোড়ার লাগাম ধরেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেছিলেন, "আমার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দাও।" এরপর তিনি এই কবিতাটি পড়তে পড়তে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

انا النبی لا کذب  انا ابن عبدِ المطلب

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র নবী এবং মিথ্যাবাদী নই এবং আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, এখন শত্রুর আক্রমণ এত তীব্র যে, শত্রুর চার হাজার তীরন্দাজ তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করছে। এমতাবস্থায় আমার এগিয়ে যাওয়া মানবীয় মর্যাদার অনেক উর্দ্ধে দেখায়, এতে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে এবং এটা না ভাবে যে, আমার মধ্যে কোনো ঐশী শক্তি আছে। আমি তো আব্দুল মুত্তালিবেরই সন্তান এবং একজন মানুষ মাত্র। কেবল আমার নবী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র সাহায্য আমার সাথে বিদ্যমান।

যখন মুসলমান বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন, যাদের সংখ্যা চার থেকে তিনশো পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী হুনায়েনের সময় সবাই পালিয়ে যাননি, বরং মক্কার 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' অর্থাৎ যাদের হৃদয় জয় করা হয়েছে, সেই সব মুনাফিক এবং মক্কার অন্য লোকেরা, যারা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং তখনও মুসলমান হয়নি, তারা পালাতে শুরু করেছিল। আর এই আকস্মিক পরাজয় এই কারণে হয়েছিল, কারণ শত্রুরা একযোগে তীরের বর্ষণ শুরু করেছিল। যাইহোক, এর আরও বিস্তারিত তথ্য আছে, যা ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানির বার্ষিক জলসা সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করে বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে জলসার উদ্দেশ্য পূরণের তৌফিক দেন। নিজেদের জ্ঞানগত, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে পরিণত করে স্থায়ীভাবে অগ্রসরের অঙ্গীকার করুন এবং এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এ দিনগুলো বিশেষভাবে যিক্‌রে এলাহী এবং দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করুন। নিজেদের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এবং জামা'তের উন্নতি ও সব ধরনের বিরোধীর দুষ্কৃতির হাত থেকে আল্লাহ্‌তা'লার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার জন্য দোয়া করুন।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পাকিস্তানে প্রতিদিন কোনো না কোনো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। আল্লাহ্‌তা'লা দ্রুত বিরোধীদের ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। সাধারণভাবে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন। বিশ্ববাসী নিজেদের অপকর্মের কারণে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন। মধ্যপ্রাচ্যের জন্যও দোয়া করুন। সিয়োনবাদী সরকার তো জুলুম ও বর্বরতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। মনে হচ্ছে তারা তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে চায়। নিপীড়িত শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং নিষ্পাপ মানুষের ওপর নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করেছে। সব জায়গায় গণহত্যা চলছে। এখন তো কিছু দুনিয়াদার রাজনীতিবিদ এবং সরকারও আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে যে, এটা ভুল, এটা বন্ধ করো। কিন্তু এখনো অত্যাচারী সরকার তাদের কথা শুনতে রাজি নয়। সম্পদ ও ক্ষমতার নেশা তাদেরকে, অর্থাৎ আমেরিকা এবং তার মিত্রদেরকে অহংকার ও নির্যাতনের শেষ সীমায় পৌঁছে নিয়ে গেছে। মুসলমান দেশগুলোও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তারা কিছু করতে না পারলে কমপক্ষে তাদের নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে খোদার দিকে অবনত হওয়া উচিত যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সাহায্য করেন। হায়! যদি তাদের এইটুকুও বুদ্ধি আসত! অনুরূপভাবে মুসলমানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকেও এই অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখুন।

এখন আমাদের আহ্‌মদীদের কাজ হলো, যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই তাদের সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করা। এছাড়া বিশেষভাবে দোয়া করুন এবং বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্‌তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

*29 August* 2025

*Distributed by*

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat